নতুন দিন

2q el, 22 Zg msL¨v, 2020 | জুন | †Kv÷ wkÿv cK‡í i gwmK e‡jwUb

gvbweK mnvqZv I mvov c`v‡bi Ask wn‡m‡e, BDwb‡m‡di Aw_K I KwiMwi mn‡hwMZvq Õwkÿv cK‡í iÓ AvIZvq †Kv÷ Uv÷ ‡iwn½v wkï‡`i cvK cv_wgK Ges Abvbôvwb wkÿv c`vb Ki‡Q| 8wU K¨v‡¤ú †Kv÷ Uv‡÷i 80 wU jwb †m›Uvi i‡q‡Q †hLv‡b 6593 Rb wkÿv_x Avb›``vqK cwi‡e‡k gvbm¤§Z wkÿv Mnb Ki‡Q|

ÿwZM¯Gjwm ms¯v‡ii KvR Ki‡Q| Qwe: Avjg (BwÄwbqvi)

ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্থ এলসি সংস্কার শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রস্তুত লার্নি সেন্টার

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৪ টি লার্নি সেন্টার সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। সরকার কোভিড-১৯ পরবর্তি পাঠ দানের উপর বিধিনিষেধ উঠিয়ে নিলে রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের পাঠ দানের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে লার্নি সেন্টার।

২১মে বাংলাদেশের বিভিনœ জায়গায় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানে সুপার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ঘর-বাড়ি এবং স্থাপনা। যার প্রভাব পড়ে লার্নি সেন্টারেও। কোস্ট পরিচালিত ৮০ টি এলসির মধ্যে ৩৪ টি এলসির চাল, চার পাশ এবং বারান্দা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া ড্রেনে বেড়ে যাওয়ায় এলসি পানিতে প্লাবিত হয়।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আরোপ করা বিধিনিষেধ ৩১ মে শিথিল করা হলে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু করা হয় এলসি সংস্কারের কাজ। যা চলে ৩১ জুন পর্যন্ত।

ক্যাম্পে-১৯ এর কালাদান লার্নি সেন্টারের পাশে অবস্থান করা শিক্ষার্থী সোলাইমানের বাবা সৈয়দ করিম বলেন- কালাদান এলসি আমার বাড়ির সাথে লাগানো। আম্পানের কারণে আমাদের এলসির বারান্দা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছিল। সংস্কার করার পর এখন আগের মতো

এলসি বন্ধ, থেমে নেই ক্যাম্পে শিক্ষা কার্যক্রম

কোভিড-১৯ এর কারণে মার্চ থেকে ক্যাম্পে লার্নি সেন্টার বন্ধ থাকলেও থেমে নেই শিক্ষা কার্যক্রম। কোস্ট পরিচালিত ৮০ টি এলসির প্রায় ৪০০০ অভিভাবক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছে। ইউনিসেফের নির্দেশনায় কার্যক্রম চালিয়ে নিতে সাহায্য করছে বার্মিজ শিক্ষকরা।

প্রতিদিন দুইবেলা দুই ঘন্টা করে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পড়াতে বসান। পরিবারের একজন সদস্যকে তাঁর সন্তানকে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোন দিন কোন বিষয় পড়ানো হবে সে বিষয়ে ইউনিসেফ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বার্মিজ শিক্ষকরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অথবা মোবাইলে প্রতিদিন ৫-৭ টি পরিবারের খোঁজ-খবর নেন। বার্মিজ শিক্ষকরা সে খবর প্রোগ্রাম অরগানাইজারদের মাধ্যেমে টেকনিক্যাল অফিসার কে রিপোর্ট করেন। এইভাবে প্রতি ১৫ দিনে একটি এলসির সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে জরুরি মুহূর্তেও রোহিঙ্গা শিশুদের পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না।

ক্যাম্প-১১ এর আজুরি লার্নি সেন্টারের শিক্ষার্থী আয়াসের মা ফাতেমা বেগম তাঁর সন্তানকে প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় ১ ঘন্টা করে পড়াতে বসান। ফাতেমা বেগম বলেন- আর পোয়া বার্মাত স্কুলত ন

nvQvb‡K cov‡"Qb Zvi evev ‡gv: iwdK| Qwe: Avqvm (ewgR wkÿK)

Qwe Ni

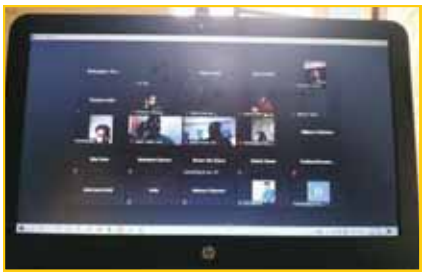

Awf fveK wgwUs‡q Dcw¯Z Awf fve‡K‡`i GKvsk| (dvBj Qwe)

সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে রোহিঙ্গা মায়েদের

বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করেন। যার মধ্যে ৩-১৫ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। প্রত্যেক মাসে এই সব শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের জন্যে আয়োজন করা হয় মাসিক মিটিং। মাসিক মিটিংয়ে অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের শিক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি উনাদেও মানসিক পরিবর্তনের জন্যে বি-ভনœ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কোস্ট পরিচালিত ৮০ টি লার্নি সেন্টারে ৫৯৯৩ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অভিভাবকদের জন্যে আয়োজন করা মাসিক মিটিংয়ে প্রায় ৮০% অভিভাবক নিয়মিত উপস্থিত হন। যা আগে ছিল ৬০%। এছাড়া নারী অভিভাবকদের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউনিসেফ অভিভাবকদের উপর এক সমীক্ষার আয়োজন করে। ৪০০ জন অভিভাবকের উপর আয়োজিত এই সমীক্ষায় কোস্ট ১০৫ জনের তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় দুই বছর আগে যেখানে অপরিচিত লোকের সামনেই আসতেন না, তাঁরা এখন স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলছেন।

কোস্ট পরিচালিত লার্নি সেন্টারের প্রোগ্রাম অরগানাইজার আসিফুল হক মানিক বলেন- আমি দুই বছর যাবত শিক্ষা প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত। দুই বছর আগে আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন ক্যাম্পের শিশুদের লার্নি সেন্টারের ভর্তির কথা বলতে যখন যেতাম মায়েরা কথা বলতেন না। রোহিঙ্গারা এটাকে অনেক খারাপ ভাবে নিতেন। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম উনাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসছে। স্বতস্ফূর্তভাবেই আমাদের তথ্য দিয়েছেন।

সাবেকুন নাহা(৩৫) ক্যাম্প-১৪ তে বসবাস করছে। ৩ জন সন্তান লার্নি সেন্টারে যান। মো: আনাস কোস্ট পরিচালিত টেইলর এলসিতে লেভেল-১ এ পড়ছেন। সাবেকুন নাহা বলেন- কোস্টের এলসিতে

wcli ‡hvMv‡hv‡M cv‡ë ‡Mj Gjwmi wmwW

ক্যাম্প-১৫ তে কোস্ট পরিচালিত ১৫ টা লার্নি সেন্টার। ১৫ টা এলসির প্রোগ্রাম অরগনাইজার হিসেবে দায়িত্বে আছেন সালাহ উদ্দিন। দুই বছর ধরে কাজ করছেন তিনি। ১৫টা এলসির মধ্যে একটা প্লেটো লার্নি সেন্টার। প্লেটো লার্নি সেন্টারের সামনের সিঁড়ি ভালো ছিল না। শিক্ষার্থীরা আসা-যাওয়ায় সমস্যা হতো। এছাড়া এই লার্নি সেন্টারের সামনে এবং পেছনে ড্রেন না থাকায় হুমকির মুখে ছিল এলসির ভবিষ্যত।

সালাহ উদ্দিন ফোকাল মিটিংয়ে কয়েক বার সমস্যার কথা উত্তাপন করলে সাইট ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা আইএমও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। আইএমও কাজ শুরু করলে সালাহ উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ড্রেইন দিচ্ছিল এলসির একদম সামনে। সালাহ উদ্দিন আইএমও ইঞ্জিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ করলে ইঞ্জিনিয়ার ড্রেইনটা এলসির পেছনে করে দেন। সালাহ উদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারকে এলসির সিঁড়িটা করে দিতে বললে উনি রাজি হন। কয়েক দিন পর কাজ হলে

সিঁড়ি এবং ড্রেন নির্মাণের পর প্লেটো এলসি।ছবি: সালাহ উদ্দিন

gvwmK cwiK í bvÑRjvB2020

iwe	‡mvq	q½i	ea	en:	ï Î	kwb
			1	gvwmK Kgx mfv	3	K.Wvqv j M
wm4wW	K.Wvqv j M	wkÿK gvwmK	wkÿK gvwmK mfv	K.Wvqv j M	10	wkÿK cwkÿY
wkÿK cwkÿY	wkÿK cwkÿY	wkÿK cwkÿY	wkÿK cwkÿY	wkÿv †gjv	17	18
wmwmwWAviAvi	wmwmwWAviAvi	Awf fveK mfv	Awf fveK mfv	Awf fveK mfv	24	Gjwmggwm wgwUs
Gjwmggwm wgwUs	Gjwmggwm wgwUs	Gjwmggwm wgwUs	Gjwmggwm wgwUs	Gjwmggwm wgwUs		